ডঃ হুমায়ুন আজাদ : উদ্বত মেরুদন্ডের ওপর মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে থাকা এক বিপ্লবি প্রতিভা

শাহাদাত হোসেন

পূর্বের অংশের পর হতেঃ-

বলছিলাম কবিতায় সামসুর রহমানের পরেই তাঁর নামটি আসে। আধার ও আধেয় উভয় দিক থেকেই তাঁর কবিতা অভিনব। ভাবের প্রাচুর্য্য ও সুনিপুন বিন্যাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ভাবোপোযোগী শব্দ নির্মান ও সুসংস্থানে, তাঁর কবিতা বাঙলা কবিতার ভুবণে ,বলা যায়, এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর চমৎকার চমৎকার উক্তি অবর্ণনীয় দৃশ্যের পর দৃশ্য আমাদের কল্পজগতের সামনে দাঁড় করায় বিস্ময়করূপে সুন্দর চিত্রকল্প; কবিতামোদিদের হৃদয় ভরে তোলে আমোদে। আমি মনে করি সামসুর রহমানের মতো তিনিও একজন প্রধান বাঙালি কবি।

তিনি সম্পাদনা ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান কবিতাগুলো। কবিতায় তিনি প্রচুর ঋণ নিয়েছন পশ্চিম থেকে। রবীন্দ্রনাথ, মধূসুদন ও আধুনিক পাঁচজন কবির (সুধীন্দ্রনাথ, জীবনান্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষুদে, অমিয় চক্রবর্তী,) পর তিনিই প্রথম স্বার্থক ভাবে দেখিয়েছেন ঋণ করেও সম্ভব উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করা; আমরা এখন আর প্রয়োজনে কারো কাছ থেকেই ঋণ নিতে দ্বিধা করিনা; পড়ে থাকিনা হাস্যকর স্বীয় মৌলিকতায়।

আবার ফিরে আসি তাঁর উপন্যাসে। তাঁর **শূভ্রব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার** পাঠ ক'রে আমি বিশ্বের উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের স্বাদ পেয়েছি; এর প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদ আমাকে অভিভুত করেছে। বর্ণনার প্রাচুর্যে, ভাবের সুনিপূন বিন্যাসে, বক্তব্যের সুস্পট্যতায়, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেবা-লা সাহিত্যে এর তুলনা মেলা ভার। নান্দনিক সুখের পাশাপাশি পাঠকের জন্যে বিশেষ দীক্ষা রয়েছে এ-উপন্যাসে: **ধর্ম মানুষের তৈরি**।

ধর্ম সংক্রান্ততাঁর প্রবন্ধগুলো তেমন গভীর তথ্য বা তত্ত বহন করে না। এর কিছু ভাষ্য ধার করা। তিনি নিজে এ সম্পর্কে গবেষনা করে যা উপস্থাপন করেছেন তা অসাধারণ কিছুনয়, যেমন অভিনব ও অসামান্য তাঁর **শূভ্রব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার** উপন্যাস। ধর্ম সংক্রান্ত অনেক উক্তি তিনি ঋণ করে চালিয়ে দিয়েছেন নিজের নামে।

টমাস পেইন এর উক্তি উল্লেখ করেছেন তিনি এভাবে :

প্রত্যেক জাতীয় গির্জা বা ধর্ম এটার ভান করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে সেটি পেয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ বানী, যা জ্ঞাপন করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে। ইহুদির আছে মোজেস; খ্রিস্টানদের আছে জেসাস ক্রাইস্ট, তার শিষ্য ও সন্ত্ররা; এবং তুর্কিদের আছে তাদের মোহামেট, যেনো ঈশ্বরের পথ সব মানুষের জন্যে সমভাবে খোলা নয়। প্রত্যেকটি গির্জা ..... ওই গির্জা গুলো একটি অন্যটিকে অবিশ্বাসী ব'লে অভিযুক্ত করে; এবং আমি নিজে এগুলোর প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাস করি।

এখানে শেষ করেছেন উক্তি। এর পর উপস্থাপন করেছেন নিজের বক্তব্য যাতে রয়েছে মুলত পেইন এরই ভাষ্য ঃ

প্রত্যাদেশ অসম্ভব ও কল্পিত ব্যাপার। কিন্তু যদি ধরেই নিই প্রত্যাদেশ সত্যি ঘটনা , বিধাতা দেখা দিয়েছেন কারো কাছে বা দেবদূত বিধাতার বানী পোঁছে দিয়েছেন কারো কাছে, তাহলে ওই প্রত্যাদেশ শুধু তারই জন্যে প্রত্যাদেশ, অন্যদের জন্যে নয়। সে যখন তা বলে আরেকজনেকে, তখন তা তাদের জন্যে প্রত্যাদেশ থাকে না, তা হয় শোনা কথা । এই পুরো অংশটুকুই টমাস পেইন-এর **" যুক্তির যুগ"** গ্রন্থের। কিন্তু ডঃ আজাদ তা উপরোক্ত উক্তিতে অন্তর্ভুক্ত না করে চালিয়ে দিয়েছেন নিজের ভাষ্যের মতো করে। এটা আমাদের জন্যে দুঃখ জনক। কোরানীক ভাষ্যের এমন ধরনের সমালোচনা করেছেন যা অগভীর ও কোন কোন ক্ষেত্রে কোরানের মূল ভাষ্যের বিপরীত। এর কারণ হয়তো তিনি ধর্মীয় পুস্তকগুলো পাঠের অবসর পাননি। এতে তাঁর রচনা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে চিন্তাশীল পাঠকের মনে এ আপাতঃধারণা বিছিয়ে দেয় যে তিনি নাস্তিকান্ধ, সচেতন ভাবে ঢুকেননি তিনি এ- জগতে; কারো দ্বারা প্রভাবিত নাস্তিকের নাবালক আদিরূপ তিনি; যদিও এর বিপরীতটিই সত্য।

তাঁর অপর বিখ্যাত সমাজ কাঁপানো উপন্যাস **নারী**। নারীর সামাজিক আর্থনীতিক রাজনীতীক দুরবস্থা, পুরুষতন্ত্রের বিরামহীন নীপিড়ন, সমাজ সংসার ধর্ম কতৃক নারীকে দলিত করে রাখার কুটজাল স্নায়ুছেড়া তীব্রতার সাথে তিনি উপস্থাপন করেছেন। নারীদের ওপর লেখা কোন বা-লীর এটি একটি প্রথম সার্থক শিল্পমূল্যসম্পন্ন গ্রন্থযা আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব খুজতে প্রনোদীত করছে। কেউ কেউ এর মৌলিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করে, তাদের সাথে আমিও মনে করি এটি তার মৌলিক রচনা নয়। ফ্রানসের প্রধান নারীবাদি এক লেখকের রচনা থেকে এর অধিকাংশ নেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই রহস্যমুক্ত প্রয়াসী লেখক রহস্যজনক কারণে তাঁর বইয়ের কোথাও এর কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি। ব্যাপারটি আমাকে ও আরো অনেক মুক্তচিন্তা চর্চা কারীকে ব্যথিত করেছে। তাঁর কাছে আমরা এটা আশা করিনি। ঋণ করা কোন দোষের কাজ নয়। আমরা অনেকেই হয়তো সিমেন দ্য বভ্যয়ারের নারীর ওপর লেখা অসামান্য গ্রন্থটি পড়ে ওঠতে পারতাম না; তিনি আমাদের সেই দুর্লভ সুযোগটি করে দিয়েছেন; ভাষাবিজ্ঞানী হওয়াতে তাঁর অনুবাদ কর্মটিও হয়েছে হৃদয়গ্রাহী; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হয়তো যষোপ্রার্থীতার আহ্বানে পদস্খলিত হয়ে নিজের লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় থাকতে পারেননি, এজন্যেই হয়তো অনুবাদাংশের কোথাও মূল লেখকের নামোল্লেখ করেননি, তিনি এতে সংকোচ বোধ করেছেন। আমি বলবো এটি তাঁর মতো প্রধান লেখকের জন্যে অদূরদর্শীতার পরিচয়। এ- প্রসংগে তাঁর আরেকটি ব্যক্তিগত বিষয় এসে পড়ে। আমার বন্ধু আদনান মনে করিয়ে না দিলে আমি হয়তো বিষয়টি ভুলেই থাকতাম। ডঃ আজাদ তাঁর সন্তানদের নামের শেষে নিজের নামের উপাধি জুড়ে দেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত পরুষতন্ত্রের বিপক্ষে এক শক্তিশালী লড়াকু, নারীবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা; তাঁর মতো প্রতিভার জীবনেই যেখানে পুরুষতন্ত্রের

প্রথাগত রীতি সযত্নে লালীত হয় সেখানে সাধারণ মানুষ এর বলয় থেকে মুক্ত হয়ার জন্যে কিভাবে তাঁর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হবে তা আমি ভেবে পাইনা। তাঁর চিন্তাধারা কর্ম পদ্ধতি, জীবন যাপন আরো যৌক্তিক, সুক্ষ, বিশুদ্ধ ও প্রথাবিরোধী হওয়া উচিত ছিলো বলে আমরা মনে করি।

আরেকটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন তিনি **রাজনীতিবিদগন** নামে। তাঁর অপুর্ব নিজস্ব গদ্যের ধাঁচে এতে তিনি কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায়। এটি সভ্যতা নির্মানে বেশ কালজয়ী প্রভাব রাখবে আমাদের এ বংগে। রাজনীতীক অংগনের পরিপূর্ণ একটি চিত্র বেশ উজ্জলভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর এ উপন্যাসে। আমরা যদিও ভাসা ভাসা রূপে রাজনীতীবিদসংঘের হঠকারিতা, চরিত্রহীনতা, নিষ্ঠুরতা, দেশপ্রেমশুন্যতা, মানবতাহীনতা, লুঠতরাজের প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো জানতাম আগে থেকেই; কিন্তুতিনি তাঁর পর্যবেক্ষন ক্ষমতার তীক্ষ্নতা ও শিল্পনিপূতায় এবং বিশদ বর্ণনায় বিষয়গুলোকে উজ্জল ও বলিষ্ঠ করে তুলেছেন।

পাক জমি সার বাদ উপন্যাসটি এখননো আমি পড়ার সুযোগ পাইনি। এটি ইতিমধ্যেই বেশ তোলপাড় তুলেছে সাহিত্য ভুবনে।

আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের উদ্দারহীন দুরবস্থা, দশকে দশকে দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে দেশটি পর্যুদস্থহয়ে বসবাসঅনুপুযোগী হওয়ার বিষয়গুলো তাঁকে দারূনভাবে পীড়া দিয়েছে। নষ্টভ্রষ্টদুষ্ট রাজনীতীবিদ, আমলা, অসৎব্যবসায়ী, কপটসমাজসেবকসংঘ,সামরিকবাহিনী, বিচারপতিরা মিলে কিভাবে দেশটিকে লুটে খাওয়ার জন্যে রাজনীতির ব্যবসায় নিয়তির মতো প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয় তা তিনি বেশ দ্ব্যর্থহীনভাষায় আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তবে এ প্রবন্ধে বেশ কিছু অতিরঞ্জন আছে বলে আমার মনে হয়েছে। *"বাংলাদেশটি এখন ধর্ষনের প্রেক্ষাগার "*একটি অতিশয়োক্তি। নিঃসন্দেহে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন মহৎ ব্যক্তি নন, অনেক সীমাবদ্ধতা তার আছে; কিন্তু বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের চরিত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে *লোকটি শুদ্ধভাবে বসতে, কথা বলতে পারেনা, শাহাবুদ্দিন গরীবের সন্তান; মনের মধ্যে যার গরীবী তিনি কি করে পারবেন মহৎ হতে* জাতীয় উক্তি বস্তুনিষ্ঠসমালোচনার গুনবিরহিত। শুদ্ধভাবে বসার কোন মাপকাঠি নেই বলে আমি মনে করি; পৃথিবিতে এমন মহৎ প্রতিভা খুজে পাওয়া দুর্লভ হবে না যারা মানভাষায় বেশ ভালো কথা বলতে পারতোনা; তাছাড়া গরীব হয়া দোষের কিছু নয়। *লোকটির চাকুরী জীবন শুরু হয়েছিলো একজন তুচ্ছ মুনসেফ হিসেবে, সাধারণত নিম্নমানের আইনজীবীরাই বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ* পায় জাতীয় ভাষ্যে বিশুদ্ধ সমালোচনা কম, প্রতিহিংসা বেশি। তাঁর সমালোচনায় এসব অপ্রাসংগিক লঘু ভাষ্য যুক্ত হয়ে অনেক পাঠকের মনে এ ধারণা জন্ম দিয়েছে যে শাহাবুদ্দিন, বিচারপতিরা, উচ্চপদস্থকর্মকর্তারা ডঃ আজাদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার। তিনি সমালোচনায় আরো বস্তুনিষ্ঠ হবেন আমরা তা আশা করি। যদিও আমি এ বিষয়ে একমত যে শাহাবুদ্দিন সহ আমাদের আর সব বিচারপতি যারাই রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করেছে তারা প্রায় সবাই মেরুদন্ডহীনতার পরিচয় দিয়েছে; এবং কেউ কেউ শোচনীয়ভাবে অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়েছে। তাঁর অন্যান্য লেখার মতো ধর্ষনের প্রসংগটিও বেশ অতিমাত্রায় এসেছে এবং কখনো কখনো বিষয়বস্তুর সাথে অপ্রাসংগিক হয়ে স্থান পেয়েছে এ - প্রবন্ধে। মনে হয় ধর্ষ ন তাঁর রচনার চাবিশব্দ।

তাঁর প্রবন্ধ **বাঙালি : একটি রুগ্নজঙ্গোষ্ঠি ?** তে- বা-লির চারিত্রিক বিবরন দিতে দিতে এক পর্য্যায়ে তীব্র ঘৃনান্ধতা পেরিয়ে গেছে সমালোচনার যৌক্তিক সীমান : বাঙালিকে এখন বিচার করা দরকার শারীর দিক

থেকে- তার অবয়বসংস্থান কেমন, ওই সংস্থানে মানুষকে কতোটা সুন্দর বা অসুন্দর করে, তা দেখা দরকার। এই অংশটুকু আমার কাছে বেশ অপ্রাসংগিক মনে হয়েছে।

হুমায়ুন আজাদের লেখার কিছুসীমাবদ্ধতা সত্বেও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর লেখার বিশেষ অনুরাগী। প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে তিনি প্রধান, অনন্য ও সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী বা-লি লেখক, একথা স্বীকার না করলে বুঝতে হবে আমাদের অনুভুতির স্নায়ুকোষের কোথাও পচন ধ'রেছে। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে সুখকর ব্যাপার হচ্ছে তিনি করো দলে নয়; তাঁর একমাত্র দল সত্যান্বেষী স্বাধীন জ্ঞান চর্চাকারীরা। তাঁর একটি উক্তি আমার মানসিক প্রতিধ্বনি, আমকের দারূনভাবে অভিভুত করেছে : **প্রথিবীর বহু কিছুসম্পর্কে আমার কড়া আপত্তি আছে, এমনকি আপত্তি আছে প্রথিবী সম্পর্কেও, কিন্তুওই অশ্রু বিন্দু(শহীদ মিনার) সম্পর্কে কোনো আপত্তি কখনো বোধ করে নি।**

আমার চিন্তাধারার ওপর তাঁর লেখার অবদান অশেষ। এইযে আমি আজ সমাজপূজীত শক্তিমান মন্ত্রীদের অন্তসারসূন্যতা , রাষ্ট্রপতিদের ভৃত্যের কাজ করা, বিচারপতিদের মেরুদন্ডহীনতা, ভিসি ডিসিদের মূর্খ বা অর্ধশিক্ষিততা, একাডেমীর ডাইরেক্টদের করণিক হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক **পি এইচ ডি ধারী দের** লেখাপড়া ছেড়ে ক্ষমতাগৃধনুদের **পিওবিক হেয়ার ড্রেসারে** পরিনত হওয়ার বিষয়গূলো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি তা হুমায়ুন আজাদেরই অবদান। আমার ভেতরে এই- যে আত্ববিশ্বাসের অনির্বান দীপ্ত শিখা জলছে তার অধিকাংশ অগ্নিকনাগুলো বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁরই লেখা থেকেই। তিনিই আমাকে গাঢ়ভাবে বুঝতে শেখালেন যা কিছুকে মাননীয় বলে রটানো হয় তার সবগুলোই মাননীয় নয়, যা কিছুকে মহিমান্বিত করা হয়েছে এতকাল ধ'রে তার অধিকাংশই মহিমাবিরহিত, যা কিছু আবহমানকাল ধরে ধ্রব সত্য বলে শিরোধার্য করে আসা হয়েছে তার সবকিছুই সত্য নয়। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এ-বোধে যে মানুষ হিসাবে আমার প্রধান লক্ষ্য মানবতার কল্যান আর এ কল্যান করার নানান উপায়ের মধ্যে মানবতাকে রহস্যমুক্ত সত্যের দীক্ষা দানও একটি অন্যতম পন্থা; সমাজ রাষ্টের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রকত মানুষের লক্ষ্য নয়, কৃতিত্বনয়, গৌরব নেই স্বার্থকতা নেই রাশি রাশি অর্থে ব্যাংকের একাউন্ট ভরে ফেলার মধ্যে।

ঘাতকসংঘ তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের পরিবর্তে কাজ করে চলছে ঠিক এর বিপরীত। মেধার পরিচর্চার বদলে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে সত্য ও স্পষ্টবাদীদের, বন্ধ করে দিতে চাইছে সব মুক্ত চিন্তা; কিন্তুসুখকররূপে পশ্চিমের মুক্তচিন্তার চর্চা আমাদের অনেককেই অনুপ্রাণিত ক'রে চলছে; দেশে বিদেশে বাঙালি এগিয়ে আসছে মানুষকে রহস্যমুক্ত সত্যের দীক্ষার কাজে।

অভিজিৎকে ধন্যবাদ মুক্তমনা নামে ইফোরামে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রবন্ধ ও নানা আংগিকে লেখা ছাপিয়ে আমাদের মতো অনেক পাঠককে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে কঠোর শ্রম দেয়ার জন্যে।